Sanatan Dharma

ভগবান ধন্বন্তরী

ভগবান ধন্বন্তরী*(ধন্বন্তরী জয়ন্তীতে-ধনতেরাস)
ভগবান ধন্বন্তরী কে?
ভগবান বিষ্ণুর ঐশ্বরিক চিকিৎসক এবং অবতার ।
ধন্বন্তরী: ঔষধ, আয়ুর্বেদ এবং নিরাময়ের ঈশ্বর ।
ভগবান ধন্বন্তরীকে আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা ও দেবতা হিসেবে মানা হয়, যা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি।
সমুদ্র মন্থনের সময় তিনি অমৃতের পাত্র হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যা ধন্বন্তরী জয়ন্তী হিসেবে পরিচিত।
তিনি দেবতাদের চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত এবং তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন।
ধন্বন্তরীকে ঔষধের দেবতা বলা হয় কেন?
বৈদিক গ্রন্থগুলিতে ধন্বন্তরীকে বিশ্বের প্রাচীনতম সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, আয়ুর্বেদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ হল স্বাস্থ্যের একটি সামগ্রিক পদ্ধতি যা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং নিরাময় করে, যার ফলে আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য একটি বিশুদ্ধ চেতনা প্রদান করে।
ভগবান বিষ্ণুর অবতার ভগবান ধন্বন্তরীকে ঔষধ ও আয়ুর্বেদের দেবতা হিসেবে

সম্মান করা হয়। তিনি প্রথমে সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃত (অমৃত) ধারণ করে আবির্ভূত হন এবং পরে পৃথিবীতে অবতারিত হয়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন, যা প্রাচীন বিজ্ঞানের সামগ্রিক নিরাময়।

ভক্তরা সুস্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি এবং রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য তাঁর উপাসনা করেন, বিশেষ করে ধন্বন্তরী জয়ন্তীতে (ধনতেরাস)।

তাঁর শিক্ষা শরীর, মন এবং আত্মার মধ্যে ভারসাম্য, নীতিগত নিরাময় এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার উপর জোর দেয় - আধুনিক সামগ্রিক চিকিৎসায় এখনও প্রযোজ্য নীতিগুলি।

, ভগবান ধন্বন্তরীকে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসার দেবতা হিসেবে সম্মান করা হয়, যিনি মহাবিশ্বের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারকারী স্বর্গীয় আরোগ্যকর্তা। পুরাণ অনুসারে, তিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার , যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অভ্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ প্রদান করতে আবির্ভূত হন।

সূর্য গ্রহটি সূর্য দেব (সূর্য দেবতা) দ্বারা রক্ষিত , জলাশয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবান বরুণ এবং সম্পদের দাতা দেবী লক্ষ্মী । একইভাবে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের কথা এলে ভগবান ধন্বন্তরী নামটি মনে আসে।

মহাজাগতিক সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা অমৃত (অমরত্বের অমৃত), শঙ্খ এবং ঔষধি ভেষজ ধারণ করে চিত্রিত ধন্বন্তরী ঐশ্বরিক নিরাময় শক্তি এবং নবজীবনের শক্তির প্রতীক। তাঁর উপস্থিতিই জীবনীশক্তি, ভারসাম্য এবং রোগের উপর সুস্থতার জয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভাগবত পুরাণ তাঁকে "স্মৃতি-মাতৃতী-নাশনঃ" - "যিনি কেবল স্মরণ করে সমস্ত রোগ ধ্বংস করেন" বলে প্রশংসা করেছেন। এই পবিত্র শ্লোকটি ভক্তিমূলক নিরাময় অনুশীলনের ভিত্তি তৈরি করে যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে তাঁর নাম স্মরণ করা বা জপ করা স্বস্তি এবং সুরক্ষা নিয়ে আসে।

ভগবান ধন্বন্তরী কীভাবে অমরত্বের অমৃত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

সমুদ্র মন্থনের সাথে সাথে অনেক দিব্য সম্পদ, পবিত্র প্রাণী, মূল্যবান রত্ন আবির্ভূত হয় এবং অবশেষে, জল থেকে একটি তেজস্বী দিব্য মূর্তি উঠে আসে।
ভাগবত পুরাণ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে:

দীর্ঘ-পিভরা-দর-দন্ডঃ
কম্বু-গ্রিভো 'রুণকেশণঃ
শ্যামলস তরুণঃ স্রগ্বী
সর্বভারণ-ভূষিতঃ
(৮.৮.৩২)

"তিনি ছিলেন দৃঢ় দেহের অধিকারী; তাঁর বাহু ছিল অত্যন্ত লম্বা, স্থূল এবং শক্তিশালী; তাঁর চোখ ছিল লালচে, এবং তাঁর গায়ের রঙ ছিল কালো। তিনি ছিলেন খুবই তরুণ, তাঁকে ফুলের মালা পরানো হয়েছিল, এবং তাঁর সমগ্র দেহ বিভিন্ন অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল।"

পিতা-ভাসা মহোরস্কঃ
সুমৃষ্ট-মানী-কুণ্ডলঃ
স্নিগ্ধা-কুঞ্চিত-কেশান্ত-
শুভগঃ সিংহ-বিক্রমঃ
অমৃতপূর্ণ-কলসম
বিভ্রাদ বাল্য-ভূষিতঃ
(৮.৮.৩৩)

"তিনি হলুদ পোশাক পরেছিলেন এবং মুক্তার তৈরি উজ্জ্বল পালিশ করা কানের দুল পরেছিলেন। তাঁর চুলের ডগা তেলে দিয়ে মাখা ছিল এবং তাঁর বক্ষ ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁর দেহে সমস্ত সুন্দর বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তিনি সিংহের মতো শক্তপোক্ত এবং শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর হাতে অমৃতের পাত্র ছিল।"

এই ঐশ্বরিক সত্তা ছিলেন ভগবান ধন্বন্তরী, স্বর্গীয় চিকিৎসক, যিনি বিষ্ণুর ইচ্ছায় সরাসরি সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাব ঐশ্বরিক আরোগ্যের জন্ম, আয়ুর্বেদের উৎস এবং অমর জীবনীশক্তির সূচনা করে।

তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য আটটি বিভাগে আয়ুর্বেদের উপর সংহিতা তৈরি করেন।

ভগবান ধন্বন্তরীর আয়ুর্বেদিক শিক্ষাগুলি বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ আছে - অথর্ববেদ , গরুড় পুরাণ , বিষ্ণু পুরাণ , সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতা । শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে "স্মৃত-মাতৃর্তি-নাসনঃ" - "যিনি ধন্বন্তরীর নাম স্মরণ করেন তিনি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। "

ভগবান ধন্বন্তরীর পূজা এবং ধন্বন্তরী জয়ন্তী:

ধন্বন্তরী জয়ন্তী, যা ধনতেরাস নামেও পরিচিত, দিব্য চিকিৎসক ভগবান ধন্বন্তরী'র আবির্ভাবের দিনটিকে চিহ্নিত করে। এটি কার্তিক মাসের (অক্টোবর-নভেম্বর) কৃষ্ণপক্ষের (চন্দ্রের অস্তমিত পর্যায়) ত্রয়োদশী তিথিতে (দীপাবলির মাত্র দুই দিন আগে) পড়ে।

শাস্ত্র অনুসারে, এই দিনেই সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান ধন্বন্তরী সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অমৃতের পাত্র বহন করে, যা স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি এবং কল্যাণের চিরন্তন অমৃতের প্রতীক। সুতরাং, ধন্বন্তরী জয়ন্তী কেবল একটি উৎসব নয়, এটি জীবন, সুস্থতা এবং নিরাময়ের ঐশ্বরিক শিল্পের উদযাপন।

আধুনিক সময়ে ভগবান ধন্বন্তরীর উত্তরাধিকার:

ভগবান ধন্বন্তরীর পবিত্র উপহার আয়ুর্বেদ, একটি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কিছু, এটি সুস্থ জীবনযাত্রার একটি সম্পূর্ণ দর্শন। এর কালজয়ী জ্ঞান শিক্ষা দেয় যে শরীর (শরীর), মন (মানস) এবং আত্মা (আত্মা) এর মধ্যে ভারসাম্যের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অর্জন করা যায়। মানসিক চাপ, দূষণ এবং জীবনযাত্রার ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত এই যুগে, আয়ুর্বেদের প্রাসঙ্গিকতা আরও জোরদার হয়েছে। ব্যক্তিগত যত্ন এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক প্রতিকারের উপর ভিত্তি করে এর প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি এটিকে আধুনিক চিকিৎসার একটি শক্তিশালী পরিপূরক করে তোলে।

'রোগনিদান' , 'বৈদ্য চিন্তামণি' হ'ল ভগবান ধন্বন্তরীর চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ।